আল্লাহর প্রতি মনযোগ

07-March-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ”مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ“

www.dawateislami.net

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈনিক আমার প্রতি ১০০ বার দরুদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ পাক তার একশ'টি (১০০) চাহিদা পূরণ করবেন, তন্মধ্যে ৭০টি আখিরাতের আর ত্রিশটি (৩০) দুনিয়ার হবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, হাদীস ২২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুরা মুজাদালার শানে নুযুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি ফিকহী মাসয়ালা রয়েছে, যাকে যিহার বলা হয়। ইলমে ফিকাহের কিতাবে যিহার নামে পুরো একটি অধ্যায় রয়েছে। যারা বিবাহিত তাদের এই মাসয়ালা অবশ্যই শিখা উচিৎ, সহজভাবে যিহারের অর্থ হলো যে, নিজের স্ত্রীকে নিজের মা বা বোনের

মতো বলা, যেমন; স্বামী তার স্ত্রীকে বললো: তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো। এটাই হলো যিহার, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যিহারের হুকুমও তালাকের মতো ছিলো। অর্থাৎ কেউ যদি তার স্ত্রীকে তার মা বা বোন ইত্যাদির মতো বলে, তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেতো।

হযরত খাওলাহ বিনতে ছা'লাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নামে একজন সাহাবীয়া ছিলেন, একবার তাঁর স্বামী তাঁকে বলে দিলো: "তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মতো।" বলে তো দিলো, অতঃপর লজ্জিত হলো যে, এটা আমি কী বলে দিলাম, এখন চিন্তিত হয়ে গেলেন যে, এতে তো বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। এই চিন্তায় হযরত খাওলাহ বিনতে ছা'লাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, মা-বাবা মৃত্যু বরণ করেছে, বয়সও অনেক হয়ে গেছে এবং সন্তানরা ছোট ছোট, যদি তাদের বাবার নিকট ছেড়ে দিই, তবে মা ছাড়া ছোট বাচ্চাদের লালন পালন কিভাবে হবে আর যদি আমার কাছে রাখি, তবে ক্ষুধায় মারা যাবে, এখন এমন কি উপায় যে, আমি এবং আমার স্বামীর মাঝে বিচ্ছেদ হবে না। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ আবেদন শুনে বললেন: তোমার মাসয়ালার ব্যাপারে আমার নিকট কোনো হুকুম নেই (অর্থাৎ এখনো যিহার সম্পর্কে কোনো নতুন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি এবং পুরানো রীতি হলো যে, স্ত্রী হারাম হয়ে যায়)।

হযরত খাওলাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا খুব চিন্তিত ছিলেন, অন্তরে দুঃখের সাগর ফুলে উঠছিলো এবং ক্ষণে ক্ষণে সন্তানদের খেয়াল আসছিলো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বারবার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার স্বামী তালাকের শব্দ বলেননি, তিনি আমার সন্তানদের পিতা, (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোনো উপায় তো বলুন) কিন্তু রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই উত্তর দিচ্ছিলেন: এখনো এই মাসয়ালার ব্যাপারে কোনো নতুন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি।

অবশেষে যখন তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তর পেলেন না তখন দোয়ার জন্য দু'হাত তুলে দিলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! আমার মুখাপেক্ষীতা, অসহায়ত্ব এবং অস্থির অবস্থার প্রতি রহম করো, আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আমার হকে এমন হুকুম অবতীর্ণ করো, যাতে আমার বিপদ দূর হয়ে যায়। তখনো হযরত খাওলাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছিলেন, দুঃখী হৃদয়ের দোয়া কবুল হলো এবং হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام অহী নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন। **(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা ২৮, সুরা মুজাদালা, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ১০০১ পৃষ্ঠা)** এ ব্যাপারে ২৮তম পারা, সুরা মুজাদালার প্রথম দিককার আয়াত অবতীর্ণ হলো, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ یُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ
نِّسَآىٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ
اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔیْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ
لَیَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ
وَ زُوْرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝۲

(পারা ২৮, সুরা মুজাদালা, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই সব লোক, যারা তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদেরকে নিজ মায়ের স্থলে বলে বসে; তারা তাদের মা নয়। তাদের মায়েরা তো হচ্ছে তারাই, যাদের থেকে তারা জন্মলাভ করেছে। এবং নিঃসন্দেহে, তারা মন্দ ও নিরেট মিথ্যা কথা বলছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ অবশ্য পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

এর সাথে আরো আয়াত রয়েছে, যা একই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সারকথা হলো যে, হযরত খাওলাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দোয়ার বরকতে যিহারের পূর্বের হুকুম রহিত করে দেয়া হলো এবং নতুন হুকুম অবতীর্ণ হলো, অর্থাৎ এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধান হয়ে গেলো যে, যিহার তালাক নয়, তবে এটি একটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং মিথ্যা বিষয়, এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক, যদি কেউ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করে বসে, যেমন; তাকে নিজের মায়ের মতো বলে দিলো, তবে এর হুকুম হলো যে, সে তার স্ত্রীর নিকট যেতে পারবে না, তার উপর আবশ্যক যে, যিহারের কাফফারায় একটি গোলাম আযাদ করা, যদি তা করা সম্ভবপর না হয়, তবে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখবে, তাও না পারলে, তবে ৬০ জন মিসকিনকে ২ বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ১৩/২৬৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমানোদ্দীপক ও শিক্ষনীয় কুরআনী ঘটনার প্রতি মনোযোগ দিন তো! কল্পনা করুন, হযরত খাওলাহ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) তখন কত দুঃখ ও কষ্টে ছিলেন, পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর বয়সও অনেক হয়ে গিয়েছিলো, সন্তানরা ছোট, এমতাবস্থায় স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের অবস্থা কিরূপ হবে, সেই মুহূর্তে বেদনার কিরূপ সমুদ্র তাঁর অন্তরে উথাল পাতাল করছিলো, এই অবস্থায় যখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, তখন তাঁর বেদনাদায়ক দীর্ঘশ্বাসের বরকতে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য সহজ করে দেয়া হলো, যেই যিহারের হুকুম ছিলো তালাকের মতো, তাতে

সহজতা প্রদান করে দেয়া হলো। বুঝা গেল; একটি বেদনাদায়ক দীর্ঘশ্বাস ঐ কাজ করতে পারে, যা অন্য কোনো উপায়ে করা যায় না।

ইবতিহাল কাকে বলে....?

আমাদের মাঝে অনেক লোক অভিযোগ করেতে থাকে যে, অনেক দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি। প্রথমতঃ মনে রাখবেন যে, প্রতিটি দোয়া কবুলই কবুল হয়। তবে এটা জরুরী নয় যে, আমরা যা চাই, তাই আমরা পাবো, অনেক সময় আমাদের দোয়ার বরকতে আমাদের থেকে বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়, অনেক সময় আমরা যা চেয়েছি তার চেয়েও উত্তম কিছু আমাদের দেয়া হয় এবং কখনো আমাদের সেই দোয়া আখিরাতের জন্য সংরক্ষিত করে নেয়া হয়। মোটকথা প্রত্যেক দোয়াই কবুল হয়ে থাকে।

অতঃপর আমাদের এটাও ভাবা জরুরী যে, আমরা দোয়া করছি কিভাবে? আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা দোয়াও করতে জানে না, দোয়ার আদবের মধ্যে রয়েছে যে, অন্তরে বেদনাভাব সৃষ্টি করে দোয়া করা, একটি পরিভাষা রয়েছে: ইবতিহাল, অর্থাৎ দোয়ায় কান্নাকাটি করা, হাত উত্তোলন করা এবং পূর্ণ মনোযোগের সহিত আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করা। এটা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দোয়া করার অভ্যাস গড়ুন। এভাবে দোয়া করুন, اِنْ شَآءَ الله বরকত নসীব হবে।

www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মুবারক ধরন

কুরআনে করীমে একটি সুরা রয়েছে: সুরা আম্বিয়া। এই মুবারক সুরায় বেশ কয়েকজন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام আলোচনা রয়েছে, এতে বিশেষকরে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام এই মুবারক গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতেন, কোনো অসুবিধা হলে, কোনো সমস্যা হলো, তাঁদের মনযোগের কেন্দ্র ছিলো আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা, তাঁরা আল্লাহ পাককে ডাকতেন, তাঁর দরবারে দোয়া করতেন।

★ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام প্রায় ৯৫০ বছর তাঁর সম্প্রদায়কে নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু সেই অভাগা লোকেরা ঈমান আনলো না, সেই দূর্ভাগারা তাঁকে مَعَاذَ الله কষ্ট দিতো, শারীরিকভাবেও আঘাত করতো, অবশেষে হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۶﴾

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন আমি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছি এবং তাকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি।

হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর এই দোয়ার ফলে কাফেরদের উপর মহাপ্লাবনের আযাব আসে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

(তাফসীরে তাবারী, পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, ৭৬-৭৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৪৮-৪৯)

★ এভাবে হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর পরীক্ষা এসেছে, তিনি দোয়া করেছেন:

اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۸۳﴾

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং তুমি সমস্ত দয়ালুর মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।

তাঁর দোয়া কবুল হলো, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَیْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِیْنَ ﴿۸۴﴾

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি তাঁর প্রার্থনা শুনেছি। তখন আমি দূরীভূত করেছি যে দুঃখ-কষ্ট তাঁর ছিলো এবং আমি তাকে তাঁর পরিজনবর্গ ও তাদের সাথে তদসংখ্যক আরো দান করলাম আমার নিকট থেকে দয়া করে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

★ হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর পরীক্ষা এলো, তিনি মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেকে আল্লাহ পাককে ডাকলেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸۸﴾

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন আমি তাঁর প্রার্থনা শুনেছি এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছি আর এভাবেই উদ্ধার করবো মুসলমানদেরকে।

★ হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তান ছিলো না, তিনি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীও বন্ধ্যা ছিলো, এমতাবস্থায় হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করেন:

رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوٰرِثِیْنَ ﴿۸۹﴾

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না এবং তুমি সর্বাধিক উত্তম ওয়ারিস (মালিক)।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۪ وَوَهَبْنَا لَهٗ یَحْیٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন আমি তাঁর প্রার্থনা ক্ববূল করেছি এবং তাকে দান করেছি ইয়াহ্য়াকে এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছি।

سُبْحٰنَ الله! হে আশিকানে রাসূল! এরাই হলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী মনিষী, তাঁদের উপর যখনই বিপদ আসতো, চিন্তা আসতো, তাঁরা আল্লাহ পাককে ডাকতেন, তাঁর দিকেই মনযোগী হতেন, তাঁর দরবারেই আবেদন করতেন এবং কিভাবে দোয়া করতেন? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ یَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ ﴿۹۰﴾

(পারা ১৭, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে আর আমার দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতো।

এটাই হলো ঐ মৌলিক বিষয়, আমাদের সমাজে যার অভাব রয়েছে, আমরা তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহি তথা আল্লাহর প্রতি মনযোগী হওয়া থেকে বঞ্চিত, আমরা আল্লাহ পাককে ডাকি না, তাঁর দরবারে বিশুদ্ধভাবে দোয়া করি না। এটাই আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সুন্নাত যে, তাঁরা দোয়া করতেন, কিভাবে করতেন? আল্লাহ পাকের মহিমাকে ভয় করে,

তাঁর রহমতের প্রতি ভরসা করে, পূর্ণ একাগ্রতায়, বিনয়ের সহিত। আহ! আমাদেরও যেনো এভাবে দোয়া করা, আমাদের আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করা নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমাদের নিকট উপায় সীমিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমরা মানুষ এবং আপাতদৃষ্টিতে আমাদের জীবন কাটানো এবং আমাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য অনেক উপায় রয়েছে কিন্তু এটাও সত্য যে, আমাদের উপায়গুলো খুবই সীমিত। ★ অনেক সময় জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যে, আমাদের সকল আশা ভেঙ্গে যায়। ★ আমাদের জন্য সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ★ অনেক সময় সামান্য কিছু টাকারই প্রয়োজন হয়, তখন কখনো কখনো আমরা হতাশ হয়ে যাই। ★ মানুষ ভাইয়ের উপর ভরসা করে, কিন্তু ভাই থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। ★ কোনো ধনী লোকের উপর দৃষ্টি পড়ে, ★ ধনী ব্যক্তিটিও অপারগতা প্রকাশ করে। ★ বন্ধুবান্ধবরাও চাহিদাকৃত টাকার ব্যবস্থা করতে পারে না। ★ এমতাবস্থায় আমাদের জন্য সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ★ কোনো আশা অবশিষ্ট থাকে না। ★ বান্দা হতাশায় শিকার হতে থাকে কিন্তু একটু ভাবুন তো! যখন সমস্ত আশা ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও একটি আশার দ্বার উন্মুক্ত থাকে, যখন সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখনও একটি দরজা খোলা থাকে আর সেই দরজা হলো আমার দয়ালূ প্রতিপালকের দরজা। ★ বাদশার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আমার দয়ালূ প্রতিপালকের দরজা কখনো বন্ধ হয় না। ★ মানুষ সঙ্গ ত্যাগ করে ★ বন্ধুবান্ধব মুখ ফিরিয়ে নেয় ★ ভাই ভাই থেকে সম্পর্ক ছাড়িয়ে নেয় কিন্তু আমার প্রিয় আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের কখনো নিরাশ করেন না।

★ এই দরজায় নেককার আসলে তাকেও প্রদান করা হয় ★ গুনাহগার আসলে তাকেও ঝুলি পূর্ণ করে দেয়া হয়।

ধনীদের ঘুম কেন আসে না...!

একজন ধনী লোক ছিলো, নিজস্ব গাড়ি, নিজস্ব বাংলো, ভালো ব্যবসা, আল্লাহ পাকের দেয়া সবকিছুই ছিলো, একদা সে সন্ধ্যা বেলায় ঘরে আসলো, সন্তানদের সাথে কিছু সময় কাঁটালো, রাতের খাবার খেলো, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করলো, অনেক রাত হয়ে গেলো, ঘুমানোর সময় হলো, তখন নরম তুলতুলে বিছানায় শুয়ে পড়লো কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় হলো যে, আজ নরম তুলতুলে বিছানায় ঘুম আসছে না।

ঘুমও আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত, যাকে তিনি দান করেন, তারই নসীব হয়। সেই ধনী লোকটি অনেকক্ষণ ধরে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকলো কিন্তু ঘুম তো আসার নামই নিচ্ছে না, অনেক্ষণ সময় কেটে গেলো, অবশেষে সে ভাবলো, এখানেও তো অযথা শুয়ে আছি, বাইরে গিয়ে তাজা বাতাস শরীরে লাগিয়ে নিই, এই ভেবে সে গাড়ি বের করলো আর বাইরে বেরিয়ে গেলো, কোনো কাজ তো ছিলো না, অযথায় এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো, ঘুরতে ঘুরতে একটি জায়গায় একটি মসজিদ দেখতে পেলো, ভাবলো: এমনিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি, মসজিদেই চলে যাই। অতএব সে গাড়ি পার্ক করলো, মসজিদে গেলো, অযু করলো এবং মসজিদের হলরুমের দিকে এগিয়ে গেলো, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার পা থেমে গেলো, পুরো মসজিদ খালি ছিলো কিন্তু এক কোণ থেকে হালকা হালকা কান্না ও হেঁচকির আওয়াজ আসছিলো, ধনী লোকটি দেখলো কোন এক গরিব ছিলো, তার হাত দোয়ার জন্য উত্তোলিত ছিলো, চোখ থেকে

অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং সে কান্না করে করে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করছিলো: হে আল্লাহ পাক! আমার মেয়ে অসুস্থ, ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছে, আমি গরিবের নিকট টাকা কোত্থেকে আসবে, হে দয়ালূ আল্লাহ! তুমিই উপায় সৃষ্টিকারী, আমি গরিবের অসহায় অবস্থার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করো। সেই ধনী লোকটি ঘুম না আসার কারণ বুঝে গেলো, সে গরিব লোকটির কাছে গেলো, পকেটে যা টাকা ছিলো তা সবই দিয়ে দিলো এবং নিজের কার্ড দিয়ে বললো: এখন আমার পকেটে এই টাকাই আছে, আরো প্রয়োজন হলে তবে এই ঠিকানায় চলে আসবে।

গরিব লোকটি যদিও গরিব ছিলো, কিন্তু তার অন্তর লোভ-লালসা মুক্ত ছিলো, সে কার্ডটি ফিরিয়ে দিয়ে বললো: ভাই সাহেব! আমার নিকট ইতোমধ্যে একটি ঠিকানা আছে। ধনী লোকটি আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসো করলো: ঠিকানাটি কার, যদি ঠিকানা থেকেই থাকে, তবে সেখানে গেলে না কেনো? গরিব লোকটি সাধারনভাবে উত্তর দিলো: তিনিই, যিনি আজ আপনাকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন, আমি তাঁরই দরজায় বসে আছি। আজ আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে, আবারো যখন প্রয়োজন হবে, তখন আবারো তাঁরই দরজায় এসে যাবো।

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনেলেন যে, ✯ আমাদের উপায় সীমিত ✯ আসাদের আশা ভঙ্গ হয়ে যায় ✯ দরজা বন্ধ হয়ে যায় ✯ দুঃখ-কষ্ট আসলে তখন মস্তিষ্ক কাজ করা ছেড়ে দেয় ✯ শক্তি ✯ সামর্থ্য ✯ যোগাযোগ কিছুই কাজ করে না, এমতাবস্থায় শুধু একজনই ভরসা আর তিনি কে? তিনি হলেন আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবার, তাঁর দরজা থেকে কেউ হতাশ হয়ে যায় না, এখানেই ঝুলি পূর্ণ করে দেয়া হয়, এখানেই

ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং এমনভাবে পাওয়া যায়, এমন জায়গা থেকে পাওয়া যায় যে, যা বান্দার চিন্তা-ধারণায়ও থাকে না।

একটি জরুরী প্র্যাক্টিক্যাল

দুনিয়ায় বড় বড় টেস্ট হয়ে থাকে। আসুন! কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের একটি টেস্ট করি; আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরের প্রতি ভাবুন যে, যখন আমাদের উপর কোনো পেরেশানি আসে, তখন আমাদের মনে সর্বপ্রথম কার চিন্তা আসে? সাধারণ অবস্থা এমন যে, ✯ যদি অসুস্থ হই, তবে আমাদের মনে সর্বপ্রথম ডাক্তারের কথাই আসে। ✯ যদি আইনী কোনো সমস্যায় হয়, তবে সর্বপ্রথম উকিলের কথাই মনে আসে। ✯ যদি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়, তবে সর্বপ্রথম ভাই, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়ের কথাই মনে আসে।

প্রত্যেকেই নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন, এমনটি নয় কি? হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকেরই উত্তর হবে হ্যাঁ! আসলে এমনটাই, বিপদ ও পেরেশানির সময় আমাদের মন সর্বপ্রথম দুনিয়ার বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিকেই যায়। এটা যদিও গুনাহ নয়, তবে একজন মুসলমানের শান হচ্ছে যে, ✯ তার পেরেশানি আসুক ✯ সমস্যা আসুক ✯ অসুস্থ হোক ✯ কোন সমস্যা হোক ✯ বা কোনো খুশি আসুক; সর্বাবস্থায় তার সর্বপ্রথম খেয়াল আল্লাহ পাকেরই আসা উচিৎ, সমস্ত বাহ্যিক উপায়-উপকরণের গুরুত্ব আপন আপন জায়গায় ✯ অসুস্থ হলে তো ঔষধও নিতে হবে ✯ সমস্যা এলে তো ভাই, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির সাহায্য চাওয়াও আপন জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু এসব কিছু হলো দ্বিতীয় স্তরের বিষয়, একজন মুসলমানের আপন দয়ালূ প্রতিপালকের সাথে এমন সম্পর্ক

থাকা উচিৎ যে, যাই হোক না কেনো, পরিস্থিতি যেমনই হোক, যতো সমস্যাই হোক, তার মনে সর্বাবস্থায় খেয়াল আল্লাহ পাকেরই আসা উচিৎ।

অমুসলিম মুস্তফার চরিত্র দেখে মুসলমান হয়ে গেলো

৩য় হিজরী গযওয়ায়ে গাতফানের সময় ছিলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে নিয়ে সফরে ছিলেন, এক জায়গায় থামলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কিছু দূরে অবস্থান করলেন এবং প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একাকী একটি গাছের নিচে তাশরিফ রাখলেন, অমুসলিমরা সর্বদা আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষতি করার নিকৃষ্ট পরিকল্পনা বানাতে থাকতো, তাদের মধ্যে একজন অমুসলিম হঠাৎ কোথাও থেকে আবির্ভূত হলো, খোলা তরবারি হাতে ছিলো, বিদ্যুতের ন্যায় তরবারি ঘুরিয়ে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে চলে এলো এবং অহংকার ও গর্বের সুরে বললো: মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! বলো! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন: আল্লাহ...! (অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ পাক বাঁচাবেন)।

ব্যস এরপর যা ঘটলো, পরমুহূর্তেই সেই অমুসলিম নিচে পতিত অবস্থায় ছিলো, তরবারি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে ছিল, এখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বলো! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? সে ছিলো অমুসলিম, সে হতাশ হয়ে বললো: আমাকে বাঁচানোর কেউ নেই। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন, যখন সে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন উচ্চ নৈতিকতা দেখলো তখন মুগ্ধ হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো।

(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, ২/৩৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একাকী ছিলেন। হঠাৎ এক অমুসলিম হামলা করলো, তার হাতে খোলা তরবারি ছিলো, সেই মুহূর্তে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কী ইরশাদ করেছেন? আমাকে আমার আল্লাহ বাঁচাবেন।

এটাই হলো আমাদের প্রিয় আক্বা, রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ও সুন্দর কনসেপ্ট...! আজকাল আমাদের সমাজ থেকে এই কনসেপ্ট দূর হয়ে যাচ্ছে, আমরা খানিকটা অতীতের দিকে তাকাই, বেশি না শুধু ৫০ কিংবা ৬০ বছর পূর্বে চলে যান, ঘরে একটি সুন্দর পরিবেশ ছিলো, মায়েরা তাদের কোমলমতি শিশুদের আমলী ভাবে আল্লাহর যিকির শেখাতো। ✯ ছোট বাচ্চা হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতো বা হোঁচট খেতো তখন মায়ের মুখ থেকে বের হয়ে যেতো: حَسْبِیَ اللهُ ✯ শিশুরা রাতে ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে তখন মায়েরা তাদের বুকে লাগিয়ে আল্লাহ পাকের যিকির করতো ✯ যদি চমকপ্রদ কিছু ঘটে যেতো তখন মানুষের মুখ থেকে বের হতো: হে আল্লাহ! ভালো করো! বা এরূপ আরো অনেক সুন্দর সুন্দর বাক্য মুখে থাকতো কিন্তু এখন মানুষ মর্ডান হয়ে গেছে, এগুলো তো এখন কমই দেখা যায়, এখন তো মানুষ হা-হুতাশ করতে থাকে অথবা বলে: Oh shit।

এসব যদিও গুনাহ নয় কিন্তু আহ! এমন মুহূর্তেও অর্থহীন শব্দ মুখ থেকে বের হওয়ার পরিবর্তে যেনো আমরা আল্লাহ পাকের যিকির করি,

আমাদের মনযোগ যেনো শুধুমাত্র আল্লাহ পাকেরই দিকে থাকে ✯ সমস্যা আসুক ✯ পেরেশানি আসুক ✯ অসুস্থ হোক ✯ ঋণগ্রস্ত হোক ✯ অভাব আসুক তখন আমাদের সর্বপ্রথম মনযোগ আপন প্রিয় আল্লাহ পাকের প্রতি যেনো যায় ✯ আমাদের বিপদ থেকে মুক্তি কে দিবে? আল্লাহ পাক দিবে ✯ রোগ থেকে আরোগ্য কে দিবে? আল্লাহ পাক দিবে ✯ ঋণগ্রস্ততা থেকে, দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি কে দিবে? আল্লাহ পাক দিবে। অতএব উপায়-উপকরণের প্রতি নয় বরং আমরা مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب (অর্থাৎ উপায়-উপকরণের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক) এর উপর ভরসা করবো, আল্লাহ পাকেরই প্রতি মনযোগ রাখার অভ্যাস গড়ুন, আহ! আমাদের অন্তরে যেনো আল্লাহ পাকের ভালবাসায় দৃঢ় হয়ে যায় এবং আমাদের মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু যেনো আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা হয়ে যায়।

বুযুর্গানে দ্বীনের সুন্দর কনসেপ্ট

হযরত আবুল হাসান সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘটনা, তাঁর খেদমতে একদা তাঁর এক প্রতিবেশীনি এলো এবং আরয করলো: হে আবুল হাসান! রাতে আমার ছেলেকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো তারা তাকে কষ্ট দিবে, অনুগ্রহ করে! আমার ছেলের জন্য সুপারিশ করুন! প্রতিবেশীনির কান্না শুনে হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দাঁড়িয়ে বিনয় ও একাগ্রতার সহিত নামাযে মগ্ন হয়ে গেলেন। যখন অনেক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন সেই মহিলা বললো: হে আবুল হাসান! তাড়াতাড়ি করুন, এমন যেনো না হয় যে, বিচারক আমার ছেলেকে বন্ধি করে দেন। হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযে মগ্ন রইলেন, অতঃপর সালাম ফেরানোর পর বললেন: হে আল্লাহ পাকের বান্দী! আমি তোমার

সমস্যারই তো সমাধান করছি, তখনো এই কথাবার্তা চলছিলো, সেই প্রতিবেশিনীর খাদিমা এসে বললো: বিবিজি! বাড়ি চলুন! আপনার ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে। **(উয়ুনুল হেকায়াত, ১.২৬৬)**

হে আশিকানে রাসূল! এটাই হলো আল্লাহ পাকের প্রতি মনযোগী হওয়া এর মুবারক কনসেপ্ট...! আমাদের অবস্থা কেমন? ✯ আমরা হঠাৎ কোনো খারাপ সংবাদ শুনলে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে যায় ✯ কোনো বিপদ এলে, পেরেশানি এলে তখন দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকি আর জানিনা কি কি ভাবনায় হারিয়ে যাই ✯ অনেকে তো দুঃখের খবর শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ✯ হাতে থাকা গ্লাস বা অন্য কোনো বস্তু রাগ বা দুঃখে ছুড়ে দিয়ে ভেঙে ফেলে ✯ জিনিসপত্র উলট পালট করে দেয়, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের অবস্থা দেখুন, কিরূপ সুন্দর ছিলো! তাঁদের সমস্যা আসুক, পেরেশানি আসুক তবে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতেন, তাঁরই দরবারে দোয়া করতেন, তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতেন, তিনিই তো ফরিয়াদ শ্রবণকারী, তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহকারী, আল্লাহ পাকের প্রতি মনযোগ দেয়াতে বিপদ-আপদ দূর হয়।

سُبْحٰنَ اللّٰه! আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দাদের ওসিলায় আমাদেরও সর্বদা আপন পবিত্র দরবারে কে মনযোগী থাকার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের প্রতি ছুটে যাও...!

২৭তম পারা, সূরা যারিয়াতের ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আল্লাহর প্রতি ছুটে যাও।

অর্থাৎ হে মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি জানিয়ে দিন যে, হে লোকেরা! আল্লাহ পাকের প্রতি ছুটে যাও....! হযরত সাহাল তুসতারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: হে লোকেরা! مَا سِوَى اللّٰه (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার সবকিছু) ছেড়ে আল্লাহ পাকের প্রতি ছুটে যাও। **(রুহুল বয়ান, পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, ৫০নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/১৭১)**

১২ টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি: ফজরের জন্য জাগানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন, নেক নামাযী হওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজে প্র্যাক্টিক্যালি অংশগ্রহণ করুন! দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো: ফজরের জন্য জাগানো।

ফজরের নামাযের জন্য মানুষকে জাগানো আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূল প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুসরণের প্রেরণায় ভোরে ফজরের নামাযের পূর্বে গলিতে গলিতে গিয়ে উচ্চস্বরে

দরূদ ও সালাম পাঠ করে এবং মানুষকে বিছানা ছেড়ে উঠে ফজরের নামাযের জন্য চলে আসার দাওয়াত দিয়ে থাকে। আপনিও এই দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন, ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন, আল্লাহ পাক নসিব করলে তবে তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করে নিন, যিকির ও দরুদ পাঠ করুন, ফজরের আযানের পর মাদানী মারকাযের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষকে ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে দিন, এই আমলের বরকতে اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য সাওয়াব অর্জিত হবে।

রিযিক সংরক্ষণ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাতের খেদমত ও নেকীর দাওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ৮০টিরও বেশি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো "রিযিক সংরক্ষণ বিভাগ।" এই বিভাগের কাজ হলো বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং গৃহস্থালিতে বেঁচে যাওয়া খাবার গরীব ও হকদারদের মাঝে বিতরণ করে তা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো। একটি গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রস্তুতকৃত খাবারের এক-তৃতীয়াংশ আমরা নষ্ট করে দিই এবং পৃথিবীর ৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে প্রায় ৯ ভাগ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায়, যদি শুধুমাত্র নষ্ট হওয়া খাবারগুলো এই ক্ষুধার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়, তবে এই পৃথিবীতে কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাবে না। "রিযিক সংরক্ষণ বিভাগ" এর লক্ষ্য হলো অপচয় করা খাবার নষ্ট হওয়ার পূর্বে গরীব ও হকদারদের নিকট পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি খাবার অপচয় করার অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং গরীব ও হকদারদেরকে স্বনির্ভরতায় সহায়তার মাধ্যমে সমাজের সম্মানিত নাগরিক বানানো,

তাছাড়া রিযিক সংরক্ষণ বিভাগের প্রথম অগ্রাধিকার হলো যে, স্থানীয় নির্ভরযোগ্য সূত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ঐ সকল গরীব ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন অসচ্ছল পরিবারের নিকট খাদ্যদ্রব্য এবং প্রস্তুতকৃত খাবার পৌঁছে দেয়া যারা এর হকদার। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণ ও দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার প্রদত্ত মাদানী চিন্তাধারা অনুযায়ী, এই বিভাগের উদ্দেশ্য হলো: আমরা প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুর্দশাগ্রস্ত উম্মতের সংশোধন এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। اِنْ شَآءَ الله আপনাদের নিকট অনুরোধ হলো যে, আপনারাও এই লক্ষ্যের সফলতার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীকে সঙ্গ দিন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন। আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল বিভাগকে আরো উন্নতি ও বরকত দান করো। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

করমর্দনের (হাত মিলানো) সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে করমর্দনের কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: ☆ যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাত করার সময় মুসাফাহা করে এবং একে অপরের কুশলাদী জিজ্ঞাসা করে, তখন আল্লাহ পাক তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তন্মধ্যে ৯৯টি রহমত অধিক সৌহার্দপূর্ণভাবে সাক্ষাতকারী এবং উত্তমভাবে আপন ভাইয়ের কুশলাদী

জিজ্ঞাসাকারীর জন্য হয়ে থাকে। **(মু'জামু আওসাত, ৫/৩৮০, নাম্বার ৭৪৭২)** ✯ যখন দুই বন্ধু পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে এবং নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাঠ করে, তখন তাদের বিচ্ছেদের পূর্বেই উভয়ের পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/৪৭১, হাদীস ৮৯৪৪)** ✯ দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালাম করে উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ✯ বিদায়ের সময়ও সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন। ✯ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এই দোয়াটিও পাঠ করুন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُم (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাকে এবং তোমাকে ক্ষমা করুন)

ঘোষণা

হাত মিলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯**, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪**, হাদীস: **১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد